

ঠাকুর্দা

শত

কলিকাতা বেতারে মহাসমারোহে বহু-অভিনীত

শিশু-প্রহসন



কিপ্টে ঠাকুর্দ্দা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

শিশু সাহিত্য মন্দির

প্রচারক : ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২



পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ
দাম ছয় আনা

শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক প্রাচী পুস্তক-প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা হইতে প্রকা
এবং মাসপয়লা প্রেস সি-৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

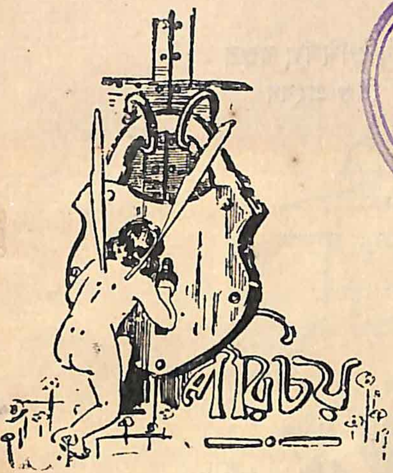
প্রিয় সুহৃদ

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সুপ্রিয়েষু

কার্ত্তিক, ১৩৪০
কলিকাতা

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীসুনির্ম্মল বসু



ঠাকুর্দ্দা	···	কৃপণ গৃহস্থ
বিশ্বনাথ	···	ঐ জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র
ছেলের দল	···	ঐ নাতির দল
ভজহরি	···	ঐ ভৃত্য

মুদি, গয়লা, অন্ধ প্রভৃতি—

কিপ্টে ঠাকুর্দ্দা

প্রথম দৃশ্য

[ঘরের এক কোণে ঠাকুর্দ্দা একটি খাটের উপরে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন, এমন সময় কয়েকটি বালক ঠাকুর্দ্দার খোঁজ করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল।]

মণ্টু

ঐ ভ্যাখ্‌, হারু, ঠাকুর্দ্দা দিব্বি চাদর মুড়ি দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছে,—

হারু

এ কিরে মণ্টু, এতো বেলা হোল, তবু উঠবার নামটি নেই। চড়ুই-ভাতির জন্যে যে-করেই-হোক্‌ কিছু চাঁদা আজ আদায় করতেই হবে,—কি বল্‌ গোপাল ?

গোপাল

না ভাই, আদায় করা অত সোজা হবে না, বুড়ো ভারী কিপ্টে। শোনা যায়, তাঁর সিন্দুক বোঝাই টাকাগুলোতে মর্‌চে ধরে গেছে। এক পয়সাও কাউকে দেয় না—

মন্টু

আচ্ছা দেখাই যাক্ না গোপ্‌লা! না হয়, না-হয় চলে যাব—কাম্‌ড়ে তো আর দেবে না? আয় আমরা চেঁচামেচি করে ঘুমটা ভাঙিয়ে দি।

গান

ঠাকুর্দ্দাদা কিপ্টে বেজায়,
জল গলে না হাত দিয়ে,
ক্ষুধার সময় 'হাপুস্‌-হুপুস্‌'
ফ্যান্ মেখে খান ভাত দিয়ে।

কিপ্টে-ঠাকুর্দ্দা

ঠাকুর্দ্দাদার অনেক টাকা—
রয়েছে সিন্দুকে রাখা ;
আধ পয়সা চায় যদি কেউ
অম্‌নি ওঠেন আঁৎকিয়ে—
ঠাকুর্দ্দাদা কিপ্টে বেজায়,
জল গলে না হাত দিয়ে।

ঠাকুর্দ্দা

দেখ্‌লে, বে-আক্কেলে ছোঁড়াগুলি চেঁচামেচি করে' আমার সাধের ঘুমটা ভেঙে দিলে। হাঁরে বেল্লিক ছোঁড়ারা—কে কিপ্টে শুনি ? বেরো—বেরো শিগ্‌গির ঘর থেকে, ত্যাঁদোড়, ছুঁচো, চাম্‌চিকের দল,—

গোপাল

এই রে পালা, পালা, ঠাকুর্দ্দার ঘুম ভেঙে গেছে। বুড়ো রেগে বোধ হয় খাম্‌চিয়ে দেবে !

কিপ্টে-ঠাকুর্দ্দা

ঠাকুর্দ্দাদা ঠাকুর্দ্দাদা,
নইকো মোরা চাম্‌চিকে,
ভয় করি যে বেজায় রকম
তোমার ভীষণ খাম্‌চিকে

ওরে পালা, পালা, ভেবেছিলাম চড়ুইভাতির জন্যে কিছু চাঁদা আদায় করে নিয়ে যাই, কিন্তু যে-রকম দাঁত খিঁচিয়ে আস্‌ছে—

ঠাকুর্দ্দা

কি, কি, কি বল্লি, চাঁ—দা,—চন্দ্র ? আচ্ছা দিচ্ছি অর্দ্ধচন্দ্র। কোথায় গেল আমার লোহা-বাঁধানো লাঠিটা—

ছেলের দল

ওরে পালা, পালা, পালা—

["ঠাকুর্দ্দাদা কিপ্টে বেজায়" গান গাহিতে গাহিতে পলায়ন।]

ঠাকুর্দ্দা

হা-হা-হা, ছোঁড়ার দল পালিয়েছে, ভয় না দেখালে কি আর ছোঁড়ারা দুই এক পয়সা আদায় না করে ছাড়তো! এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে দুই একটা পয়সা—বাপ্…! অ্যাও (ঢেঁকুর তুলিলেন)—ক্ষিদেটা বেশ জমে এসেছে—সেই কাল সকালে খেয়ে ছিলুম দুটি সুঁটো মুড়ি আর এঁখো-গুড়, আর আজ বেলা দুপুর হতে চলেছে—এখনো কিছু পেটে পড়ে নি।—আজ একাদশী কি শিবরাত্রি হলেও না-হয় মনকে প্রবোধ দেওয়া যেত। ওরে ও ভজা—

[ভজা নিরুত্তর, বাহিরে একটি অন্ধ ভিক্ষুক বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইল।]

গান

কালাশশী বাজায় বাঁশী
বংশী-বটের মূলে ;
বাঁশীর সুরে যমুনা জল
উঠ্‌ছে ফুলে ফুলে।

ভিক্ষুক

অন্ধ-নাচারকে কিছু ভিক্ষে দাও বাবা। সারাদিন কিছু খাইনি,—দয়া কর বাবা—

ঠাকুর্দ্দা

এই রে, জ্বালালে দেখ্‌ছি! আচ্ছা একটা চাল্ চালছি। ও ভিখারী তুমি এখন যাও—গোল কোরো না, বাবুর ভারী ব্যারাম—

ভিক্ষুক

আপনি কিছু দেন না বাবু—

ঠাকুর্দ্দা

আমি বাবু নই, বাবুর বাপের আমলের বুড়ো চাকর। বাবু ভালো হলে অন্য আর একদিন এসো।—তবে বাবুর কঠিন ব্যারাম, ভালো না-ও হতে পারেন—

ভিক্ষুক

চল্লুম তবে,—শ্রীমধুসূদন, জনার্দ্দন, গোপীজনবল্লভ, মুকুন্দ, মুরারি, গোবর্দ্ধনধারী, কংসদর্পহারী।

[প্রস্থান

ঠাকুর্দ্দা

ঠাকুর দেবতার যত ক'টা নাম জানা আছে, আউড়ে যাও একে একে। হা-হা-হা, ঠিক হয়েছে—এ রকম ফাঁকি না দিলে কি আর রক্ষে আছে? চাকর তো চাকর, পয়সা বাঁচাবার জন্যে আমি সময়ে সময়ে মেথরও সাজ্‌তে পারি! ওরে ও ভজা—ভজহরি—

ভজা

এজ্ঞে—

ঠাকুর্দ্দা

এজ্ঞে কি রে ব্যাটা! ঘুমুচ্ছিলি বুঝি?

ভজা

এজ্ঞে না,—

ঠাকুর্দ্দা

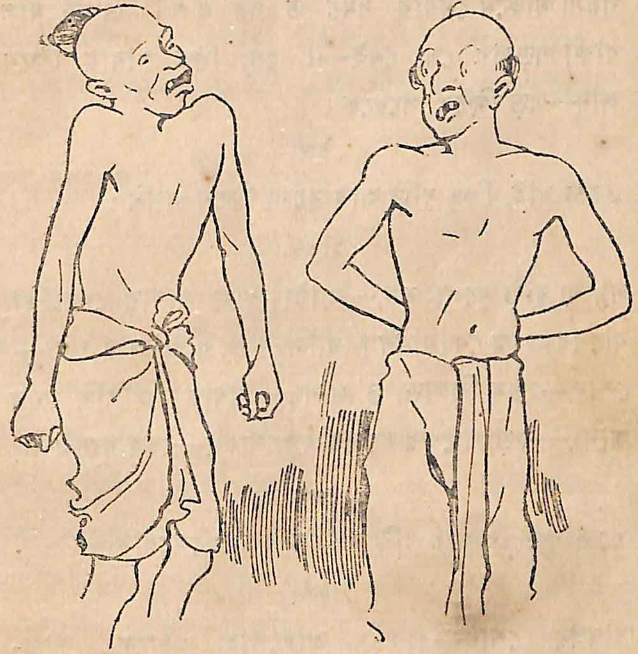
তবে কি কর্‌ছিলি?

ভজা

এজ্ঞে হাই তুলছিনু,—আর চোখ দুটো ঢ়লে আসছিলো —আর একটু সপ্পন দেখ্‌ছিনু—

ঠাকুর্দ্দা

চুপ্‌ কর ব্যাটা গাঁজাখোর! কাজের নামে অষ্টরম্ভা, খালি ঘুম ঘুম—আর—ঘুম। মাসে মাসে আট্‌টি আনা



"এজ্ঞে হাই তুলছিনু—আর সপ্পন দেখছিনু—"

পয়সা মাইনে নেবার সময় ত খুব হুঁশ্। একটি মাস বাকী পড়বার যো নেই—। নে, কিছু খাবার কিনে আন্—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

ভজা

এজ্ঞে যাই, কিছু মুড়ি আর মূলো কিনে আনি।

ঠাকুর্দ্দা

না, না মুড়ি মূলো নয়,—ব্যাটা ভাল খাবার খেয়েছিস্ বাপের জন্মে কোনদিন? খালি মুড়ি, মুড়ি, আর মুড়ি—। শোন্—গরম শিঙ্গাড়া দু' আনা,—ছানার জিলিপি চার আনা,—কড়া পাকের সন্দেশ এক পোয়া;—হেই, বুঝলি—?

ভজা

এজ্ঞে কত্তা এ আর বুঝি না, খুব বুঝতে পেরেছি—

ঠাকুর্দ্দা

তারপর শোন্—রাব্ড়ী আধপোয়া, ভালো কাঁচা-

গোল্লা আধপোয়া—আর লেডিকিনি আধ সের—বড় ক্ষিধে পেয়েছে রে—হ্যাঁ এখন হিসেবটা কর দেখি—

ভজা

এজ্ঞে পাঁচ টাকা সাড়ে নয় আনা।

ঠাকুর্দ্দা

এঁ্যা কি বল্লি, পাঁ-চ টা-কা সা-ড়ে ন-য় আ-না! এ কি বাপু মামার বাড়ীর আব্দার পেয়েছ যে, যা বল্‌বে তাই বিশ্বাস করব,—পাঁচ টা-কা সা-ড়ে ন-য় আ-না? বাপু হে ভজহরি, এতদিন কি ঘাস খেয়ে মানুষ হয়েছ—সামান্য হিসেবটুকুও করতে জানো না? পাঁচ টাকা সাড়ে নয় আনা? চালাকি নাকি—তুই যে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবি রে হতচ্ছাড়া! তোর মাথার গোবরগুলো শুকিয়ে একেবারে ঘুঁটে হয়ে খট্‌খট্‌ করছে দেখ্‌ছি।

ভজা

এজ্ঞে আমার দোষ কি কত্তা, আমার শ্বশুরের খাবারের দোকান থাক্‌লে—সেখানে আপনাকে বিনি পয়সায় ভালো জিনিষ দিতে পারতুম—

(একটু পরে কাঁদুনে সুরে)

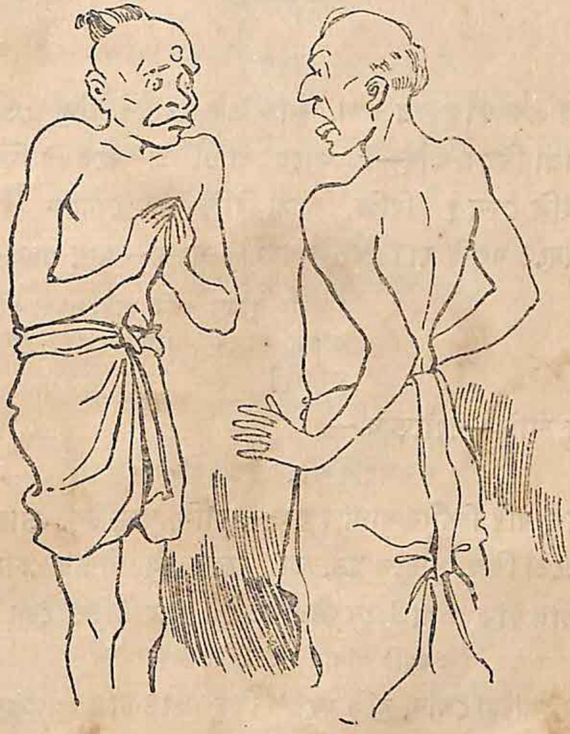
সে ভাগ্য কি আর আমার আছে—?

ঠাকুর্দ্দা

ছাখ্‌ ভজহরি—আমি ভাব্‌ছি কি জানিস—ওসব বাজারের খাবার খাওয়াও যা' আর কতগুলি গোবরের নাড়ু তাল পাকিয়ে টপাটপ্‌ গেলাও তা।

ভজা

—এজ্ঞে যা বলেছেন কত্তা, গোবরও যা, আর খাবারও তা। আরে রাম, রাম—থুঃ।



"যা বলেছেন কত্তা, গোবরও যা, আর খাবারও তা।"

ঠাকুর্দ্দা

তুই এক কাজ কর ভজা, আজ এক পয়সার কিছু তেলে ভাজা কিনে আন্—। আরে ব্যাটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দিচ্ছি, পয়সা দিচ্ছি—। তোকে ধারে আন্‌তে বল্‌ছি না। খালি পয়সা—পয়সা—আর পয়সা—

[ট্যাঁক হইতে একটি ফুটো পয়সা বাহির করিয়া বারে বারে তাহা পরীক্ষা করিয়া]

নে ব্যাটা—দৌড়ে যা—

(ভজহরি যাইতে উদ্যত হইলে)

ছাখ্‌, যদি জিনিষ খারাপ হয়—, বাসি, পচা, টক্‌, নোন্তা, তিতো কিম্বা পান্‌সে হয়, তা' হলে এই গাঁট্টার চোটে তোর দাঁত ক'পাটি তুব্‌ড়ীর মত বোঁ করে উড়িয়ে দেব।

(ভজহরি আবার যাইতে উদ্যত হইলে)

হ্যাঁ, আরো শোন্‌, বুদ্ধি করে' কিছু ফাউ-টাউ আনিস্‌।

দেবো রে ব্যাটা—দেবো, তোকেও কিছু বখরা দেবো। ব্যাটা যেন নবাব-পুত্তুর আর কি! যেন মাথার দিব্বি দিয়ে ব্যাটাকে ঘর-জামাই করেছি। যাই চট্ করে চান্‌টা সেরে আসি গে।

[ঠাকুর্দ্দা চলিয়া গেলেন, ভজহরি আপন মনে গান করিতে লাগিল।]

গান

কর্ত্তা আমার দিল্-দরিয়া,
এমন মনিব কার বা জোটে ?
কত যে খাই দিন রাত্তির,
মরি বুঝি খাবার চোটে !

বকুনি খাই অনেক রকম,
প্রহার খেয়ে হই যে জখম ;
লাথি, গুঁতো, খড়ম, জুতো,
খেয়ে যে প্রাণ আঁৎকে ওঠে।

যখন তখন একাদশী—
উড়ু-উড়ু পরাণ-পাখী,
কর্ত্তা খাবে স্যুঁটকো মুড়ি,
আমি শুধু স্যুঁটকে থাকি।

ঘুষি খেয়ে খুশি যে প্রাণ,—
এত খেয়ে হই হয়রাণ,
এবার আমি খাবি খাব,
সন্দেহ তার নাইকো মোটে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ছেলের দল মাঠের ধারে চড়ুইভাতির আয়োজন করিতেছে। এক-একটি ছেলে এক-একটি পাত্র লইয়া প্রবেশ করিতেছে ও একস্থানে জড় করিতেছে।]

মণ্টু

এই লুচির ঝুড়ি—

কানু

এই বেগুন ভাজার গামলা—

বিশু

এই আলুরদমের ডেক্‌চি। ওঃ তোফা রান্না হয়েছে—গন্ধেই যেন—

মণ্টু

আদ্দেক পেট ভরে যাচ্ছে, কথায় বলে 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং'—

বিশু

আরে না না, এখানে 'ঘ্রাণেন ক্ষুধাবর্দ্ধনং'—

হারু

এই আলুবোখ্রার চাট্নি, আঃ যা 'এক্সেলেন্ট' হয়েছে, তবে মিষ্টিটা একটু বেশী হয়ে গেছে—

মণ্টু

তুই চেখেছিস্ বুঝি ?

হারু

আরে না না, রাঁধতে রাঁধতে খানিকটা মুখে ছিট্‌কে এসেছিল—

কানু

ইয়ার্কি পেয়েছ চাঁদু, ছিট্‌কে মুখে এসে পড়েছিল ! (চাট্‌নীর পাত্রের দিকে উঁকি মারিয়া) ইস্ ঢের কম্ কম্

লাগছে,—চুটিয়ে খেয়ে নিয়েছ ভায়া হারাধন, খাবার সময় কিন্তু ঢুঁ ঢুঁ—

হারু

ছাখ্ মিথ্যে সন্দেহ করিস নি বলছি, আলুবোখ্রার আলু কয়েকটা চেখেছি, বোখ্রাটা সবই আছে,—

মণ্টু

বেশ, বখরার সময় বোখ্রা আর তোর কপালে জুটবে না—

বিশু

আরে দইয়ের ভাঁড়টা কি হোলো, আর পান্তুয়ার গাম্লা ?

হারু

গোপালের কাছে দইয়ের ভাঁড় ছিল, আর পান্তুয়ার হাঁড়িটা মংলা আন্তে গেছে—

মণ্টু

(চিৎকার করিয়া) ওরে গোপাল ভাঁড়টা শীগ্‌গির নিয়ে আয়—

গোপাল

(হাতে দইয়ের ভাঁড়, মুখে খানিকটা শাদা দই লাগিয়া আছে)

আরে আমি কি গোপাল ভাঁড় নাকি, যা হল্লা জুড়েছিস্ ? এই নে দইয়ের ভাঁড়। একটা বাজে জিনিষ আনতে আমাকে পাঠিয়েছিস্, এটা মঙ্গলের আনার কথা ছিল, আর 'পান্তুয়াটা আমার।'

হারু

(গোপালের কাছে গিয়া) মঙ্গলের আর দধি এনে কাজ নেই, তোমার শ্রীমুখেই দেখছি দধি-মঙ্গলের ছোপ লেগেছে, হাঁ করতো ননী-গোপাল—থুড়ি, দধি-গোপাল।

গোপাল

জানিস্ কাশি আছে বলে আমার দই খাওয়া বারণ। মিছে সন্দেহ করবি তো এক্ষুণি হাটের মাঝে হাঁড়ি আর মাঠের মাঝে এই ভাঁড় ভাঙ্‌ব, ভুলে যাচ্ছ—সুরুৎ সুরুৎ চাট্‌নি চাখা—

মংলা

(পান্তুয়ার হাঁড়ি হাতে প্রবেশ)—মাইরি মাইরি, আমি কিন্তু পান্তুয়া চাখিনি—

মণ্টু

ঠাকুর ঘরে কে রে—না, আমি তো কলা খাইনি।

বিশু

চুপ্‌ চুপ্‌, ঐ ছ্যাখ্‌ ঠাকুর্দ্দা এই দিকে আসছে।

মণ্টু

সর্ব্বনাশ, টের পেলে একাই সব সাবড়ে দেবে, যা পেটুক!

কানু

আরে ঠাকুর্দ্দা তো খেতেই পারে না, চড়ুই পাখীর মত খায়।

গোপাল

না, নিজেরটা চড়ুই পাখীর মত খায় বটে, কিন্তু পরেরটা পেলে গণ্ডারের মত ভাণ্ডার সাফ্ করে দেয়।

হারু

ও চড়ুই পাখী একবার চড়ুই ভাতির খবর পেলে আর রক্ষে নেই,—ঐ যে এসে পড়েছে—চুপ্ চুপ্।

মণ্টু

আমি একটা মতলব ঠিক্ করেছি,—তোরা কিছু বলিস্ না যেন—

(লাঠি হাতে ঠাকুর্দ্দাদার প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা

বহুদূর থেকে গন্ধ পাচ্ছি রে, বহুদূর থেকে গন্ধ পাচ্ছি,—

বলি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু চোখের শক্তি, কানের শক্তি, আর নাকের শক্তি হারাইনি রে। তোরা বুঝি চড়ুইভাতি করছিস্ ? (আলুরদমের হাঁড়ির কাছে গিয়া) এটা কি ?

মণ্টু

আজ্ঞে, আজ্ঞে ওটা রামপাখীর কালিয়া—

ঠাকুর্দ্দা

এ্যাঁ, হিন্দুর ছেলে রামপাখী ? মুরগী ?

মণ্টু

আজ্ঞে মুরগী নয়, রামপাখী—

বিশু

সকাল বেলা 'কোঁকর কোঁ' করে ডাকে, কেউ বলে 'কোঁকর পাখী'।

হারু

চাখ্‌বেন একটু ঠাকুর্দ্দা !

ঠাকুর্দ্দা

ইয়ার্কি পেয়েছিস্? জানিস্ 'বিশুদ্ধ বৈষ্ণব' বংশে আমার জন্ম? আমার ঠাকুর্দ্দার পায়খানার ছাদে একটা মুর্গী বসেছিল বলে তিনি সাতদিন ও কর্ম্ম করেন নি,—আর আমাকে বলিস্ মুর্গী খেতে, রাধেমাধব, রাধেমাধব,—

[দ্রুত প্রস্থান করিতে লাগিলেন]

মণ্টু

ঠাকুর্দ্দা, বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে রান্না হয়েছে—

হারু

খেয়ে যান্ ঠাকুর্দ্দা, একটু গোবরজল মিশিয়ে দেব।

(ঠাকুর্দ্দার প্রস্থান—ছেলের দলের অট্টহাস্য।)

তৃতীয় দৃশ্য

[ঠাকুর্দ্দা একটি পুরানো শতচ্ছিন্ন গামছায় তালি দিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় একটি লোকের প্রবেশ]

প্রথম লোক

এই যে কত্তা, আমার হিসেবটি মিটিয়ে দিন।

ঠাকুর্দ্দা

কিসের হিসাব ?

প্রথম লোক

আজ্ঞে ঘিয়ের দাম

ঠাকুর্দ্দা

এঁ্যা, ঘি ? ঘি খেয়েছে কে ?

প্রথম লোক

আজ্ঞে আপনার নাতি-নাতনীর দল, কাল চড়ুইভাতিতে

আমার কাছ থেকে চুই সের ঘি নিয়েছে; বলেছে দামটা ঠাকুর্দ্দা দিয়ে দেবেন।

ঠাকুর্দ্দা

এঁ্যা—বাঁদরের দল বুঝি এই কাণ্ড করেছে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি, ঘি খাওয়া বের করছি। আমায় জবাই করে' 'কোঁকর পাখীর' কালিয়া খাওয়া?

[আরও চুইটি লোকের প্রবেশ]

দ্বিতীয় লোক

এ যে কত্তা, পেন্নাম হই।

ঠাকুর্দ্দা

তুমি আবার কে হে?

দ্বিতীয় লোক

আজ্ঞে, আমি ছিদাম মুদী। খোকাবাবুরা চার সের ময়দা কাল নিয়েছে, তার দামটা

তৃতীয় লোক

আজ্ঞে আমারও কিছু পাওনা আছে। সাড়ে তিন সের চিনিপাতা দৈ, আর পান্‌তোয়া……

ঠাকুর্দ্দা

বেরোও, বেরোও শীগ্‌গির আমার বাড়ী থেকে, যত সব অলপ্পেয়ে অলুক্ষুণের দল। ওরে ভজা আনতো দেখি আমার লোহা-বাঁধানো লাঠিটা, ব্যাটাদের তুলোধোনা করে ছাড়ছি।

[তিনজনের পলায়ন।

উঃ, ছোঁড়াদের আস্পর্দ্ধা কম নয়। তারা মারবেন রামপাখীর কালিয়া, আর তার জের টানবেন বৈষ্ণব ঠাকুর্দ্দা। ডিম পাড়বে রাজহাঁস আর মাম্‌লেট খাবেন দারোগা দাস না! ছোঁড়াগুলো একেবারে বেহদ্দ পাজী।

P.115

[হাতে ব্যাগ লইয়া একটি যুবকের প্রবেশ। ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধূলা লইয়া]

যুবক

এই যে জ্যাঠামশাই, ভালো আছেন তো ?

ঠাকুর্দ্দা

অ্যাঁ, কে তুমি চিন্‌তে পারছি না তো ?

যুবক

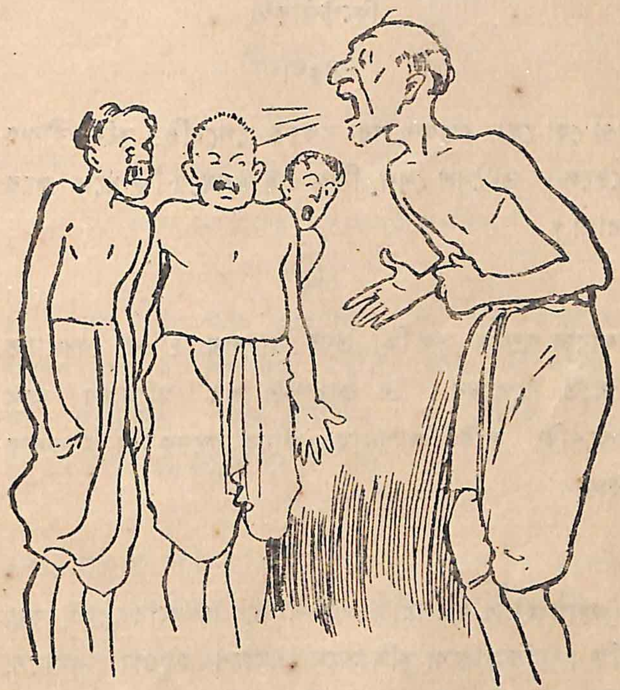
আজ্ঞে আমি অনু।

ঠাকুর্দ্দা

অ্যাঁ, বাড়ী ভুল কর নাই তো বাবা ? অনু বলে তো কাউকে আমি চিনি না।

বিশু

আজ্ঞে আমাকে চিনলেন না ? আমি আপনার জ্ঞাতি ভাই বিরূপাক্ষের বড় ছেলে অনুপাক্ষ।



"ডিম পাড়বে রাজহাঁস আর মাম্‌লেট
খাবেন দারোগা দাস—না !"

ঠাকুর্দ্দা

ওঃ হো হো, এতক্ষণ পর বুঝতে পেরেছি, তুমি বীরুর ছেলে। তা বেশ বেশ, কিন্তু এই অসময়ে কি মনে করে বাবা ?

অনু

আজ্ঞে অসুখে ভুগ্‌ছি, তাই ডাক্তার হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে বলেছেন। এ জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর বলে শুনেছি, তাই আপনার কাছে কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছা।

ঠাকুর্দ্দা

(কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া)—তা থাক্‌বে এ আর বেশী কথা কি ? কিন্তু বাবা তুমি এলে এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে, কিন্তু আমার প্রাণ যে পালাই পালাই করছে।

অন্নু

(সবিস্ময়ে) কেন—কেন ?

[ঠাকুর্দ্দার কথায় যেন আকাশ হইতে পড়িল।]

ঠাকুর্দ্দা

আরে সে কথা বলে আর লাভ কি বাবা,—অসুখে অসুখে তুলারাম খেলারাম দেখছি, আজ ম্যালেরিয়া, কাল কালাজ্বর, পরশু পালাজ্বর, চোখ জ্বালা, পেট ভট্‌ভট্‌, কান কট্‌কট্‌, মাথা ভোঁ ভোঁ,—

অন্নু

তাই নাকি ? তাই নাকি ? জায়গাটা স্বাস্থ্যকর বলেই তো সকলে জানে, আমার ভগ্নীপতি একজন বড় ডাক্তার, তিনিই তো এখানে আসবার উপদেশ দিলেন।

ঠাকুর্দ্দা

হো হো হো—ভগ্নীপতি কিনা, তাই শালার সঙ্গে তিনি

রসিকতা করেছেন, না হলে এই শ্মশানঘাটে তোমাকে আসতে উপদেশ দেবেন কেন ?

অন্তু

তবে তো আর এখানে থাকা চল্‌ছে না । যখন এসে পড়েছি আজকের দিনটা থেকে কাল ভোরের ট্রেণেই চলে যাই, কি বলেন জ্যাঠামশাই ?

ঠাকুর্দ্দা

থাক্‌তে চাও থাক, কিন্তু সাবধান, এখানকার জল খেয়োনা, খাবার খেয়োনা। এখানকার জলে ম্যালেরিয়ার পোকা কিলবিল করছে, চালে বেরিবেরির বীজ গিজ্ গিজ্ করছে, আটা ময়দায় টাইফয়েডের বীজাণু কিচ্ কিচ্ করছে, নিঃশ্বাস টান্‌লে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে যক্ষ্মা-রোগের কীটাণু নাকের

মধ্যে ঢুকে পড়ে, ব্যস আর বেরুবার নামটি নেই।
আমরা তো প্রাণটি হাতে করে বসে আছি বাবা!

অনু

তা হলে ত আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা উচিত নয়। ভেবেছিলাম একগ্লাস জল খেয়ে যাই, তারও আর দরকার নাই। আমার শরীরটা কি জানি কেমন কেমন করছে, আমি পালাই।

[ঠাকুর্দ্দার পদধূলি লইয়া ব্যাগ হাতে অনুর প্রস্থান।

ঠাকুর্দ্দা

ওঃ বাঁচা গেল, খুব ধাপ্পাটা দেওয়া গেছে। নইলে ছোঁড়াটা একবার মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসলে কি আর রক্ষে ছিল, ওরে ও ভজা—

(ভজার প্রবেশ)

দে তো রে হুঁকোটায় জল ভরে'। এতক্ষণ বাজে

কিপ্টে-ঠাকুর্দ্দা

বক্ বক্ করে মাথাটা ধ'রে গেছে, দু একটা টান্ দিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করি।

ভজা

এজ্ঞে কত্তা, টিকে নাই, তামাকও নাই, আর কল্কেটাও ভেঙে গেছে।

ঠাকুর্দ্দা

আপদ গেছে, হুঁকোটাকেও আছড়ে ভেঙে ফেল, তাতে তুই বাঁচবি, আমিও বাঁচব আর পয়সাগুলোও সব বাঁচবে।

(ভজা মাথা চুলকাইতে লাগিল)

———

চতুর্থ দৃশ্য

[গান করিতে করিতে বালকদলের প্রবেশ। দূরে—বহুদূরে ঠাকুর্দ্দাকে দেখা যাইতেছে]

মণ্টু

ঠাকুর্দ্দাদায় কিপ্টে বলে
যত বেকুব নিন্দুকে,

কানু

অকাতরেই দান বিলিয়ে
যা আছে তাঁর সিন্দুকে।

বিশু

আস্‌লে পরে গরীব দুখী
যায় না ফিরে দ্বার থেকে,

হারু

ঠাকুর্দ্দাদার কত যে গুণ
বুঝ্‌তে বল পারবে কে ?

মণ্টু

আমরা খেলাম চড়ুই-ভাতি
ঠাকুর্দ্দাদার কল্যাণে,

কানু

পান্তো, লুচি, বেগুনভাজা
ভাব্‌তে জিভে জল আনে।

বিশু

ঠাকুর্দ্দাদা দিল্‌দরিয়া
দাতাকর্ণের আত্মীয়,

হারু

তাঁহার মত করবে খরচ
নাইক কারো সাধ্যিও।

মণ্টু

ঠাকুর্দ্দাদা দাতার সেরা
করছি না ভাই ঠাট্টা রে—

দাঁড়া, দাঁড়া বে-আক্কেলের দল, তোদের মজা দেখাচ্ছি—

[সবেগে প্রস্থানোদ্যত। একটি লোকের প্রবেশ

লোক

এ কি ঠাকুর্দ্দা, লাঠি হাতে হন্তদন্ত হয়ে চল্লেন কোথায়? এদিকে আমার যে সর্ব্বনাশ 'ঢুণ্ডিরাম ব্যাঙ্ক' ফেল্‌মেরেছে—

ঠাকুর্দ্দা

এ্যাঁ, বলো কি! আমার যে সর্ব্বস্ব ওই ব্যাঙ্কে!

লোক

আমারও যে তাই! লোক ঠকিয়ে পয়সা করেছিলাম, লোককে খেতে না দিয়ে চোরাবাজারে চাল বেচেছি, তার ফল হাতে হাতে ফল্ল ঠাকুর্দ্দা।

ঠাকুর্দ্দা

আমি চিরকাল কিপ্টেমি করে না খেয়ে শুধু টাকা জমিয়েছি। কারুকে এক পয়সা দিই নাই, কোনো

গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করি নাই, সেই পাপের ফলে কৃপণের ধন আজ এইভাবে বেঘোরে মারা গেল। কিপ্টে ঠাকুর্দ্দা আজ এতদিনে চিঁড়ে-চেপ্টা হয়ে সত্যিকারের পথে বস্‌লো। হায় হায় হায়—

[ছেলের দল আসিয়া ঠাকুর্দ্দা আর চোরা-কারবারীকে ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিল। ঠাকুর্দ্দা ও কালো-বাজারী মুখ চূণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

ছেলেদের গান

জয় জয় জয়—
ঠাকুর্দ্দাদার জয়।
কিপ্টে যারা ভাগ্যে তাদের
এমনি সাজা হয়।

চালায় যারা কালোবাজার,
জমায় টাকা হাজার হাজার,—
পরিণামে ডিগবাজি খায়,—
মিথ্যা কথা নয়।

—যবনিকা—

[সহসা ঠাকুর্দ্দা প্রবেশ করিয়া ঘুঁষি বাগাইয়া]

ঠাকুর্দ্দা

উন্‌পাঁজুরে, হাড়্‌হাবাতে,
মারব মাথায় গাঁট্টা রে—

[ঠাকুর্দ্দার মার-মূর্তি দেখিয়া ছেলের দলের পলায়ন।]

ঠাকুর্দ্দা

যত সব ওঁচা, অঘামারা, বিশ্ব-বকাটের দল, ফক্কড়ের চাঁই, লক্কড়ের সেরা, আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা, আস্তাবলের নাদ—ফিঙের মত আমার পিছনে লেগেছে। কেন রে বাপু—আমার টাকা আছে তো তোদের কি আর সত্যিই আমার হাতে টাকা কিছু আছে না যা সামান্য জমেছে তা তো 'ঢুণ্ঢিরাম ব্যাঙ্কে' আছে। আমার টাকায় মর্‌চে পড়ুক, ঘূণ ধরুক

লাগুক, তাতে তোদের কি রে অলপ্পেয়ে ত
দল ?

[দূরে আবার ছেলের দলের গ
গেল "ঠাকুর্দ্দাদা কিপ্টে বেজায় জ
হাত দিয়ে"—]



[রাগে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ঠাকু
হাতে ছেলেদের দিকে তাড়া করিতে করি